টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
দাদাঠাকুর)

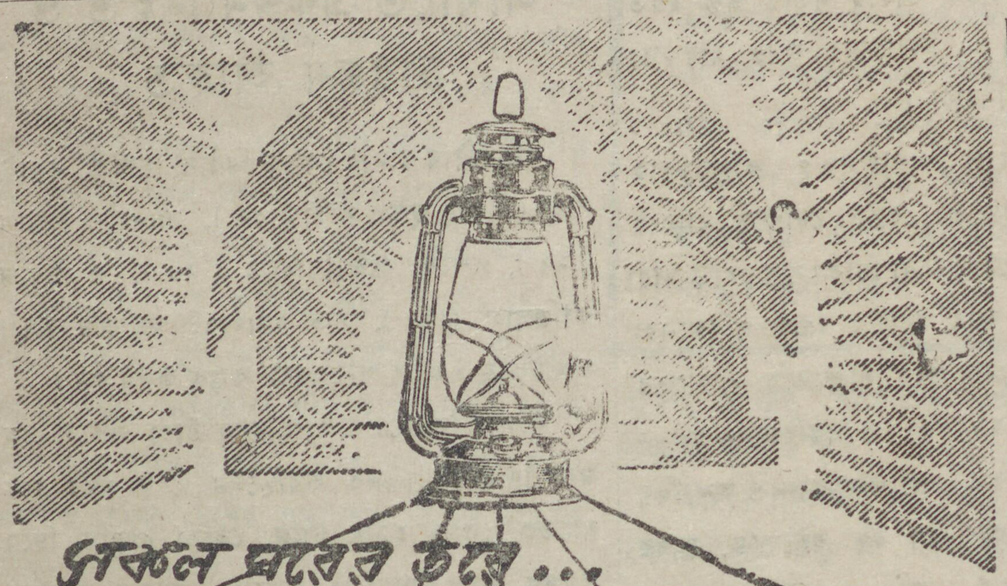

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিণ্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৭ ইং 24th Feb. 1971 | ৩৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্র্যাণ্ডের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম
কার্ডের বিরাট সমাবেশ।
॥ পণ্ডিত প্রেস ॥
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ
শুভ বিবাহে

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মা সরস্বতী, ধন সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী মা লক্ষ্মী ছিলেন। এখন এক নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁর নাম বলা চলে মা ভোটেশ্বরী। ভারত এখন গণতন্ত্র অনুসারে শাসিত। কাজেই ভোট যিনি বেশী পাইবেন তিনিই যোগ্যতা লাভ করিবেন। যতই অযোগ্য হউন তিনি সুখের তক্তে উপবেশন করা তাঁহারই ভাগ্যে আছে।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ নির্দ্দয় দুর্বলতা ॥

নির্বাচনের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গে মিলিটারি নামায় বিভিন্ন মহলে আশা জাগিয়াছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে শুরু করিয়াছিলেন জনগণ। সকলের মনে একই প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল যে, প্রাক্ নির্বাচনী জিঘাংসা যাহা চলিতেছিল তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে, রক্তের তৃষ্ণা থামিবে। অর্থাৎ এই রাজ্যে নির্বাচন পর্ব নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হইবে। ভোটদাতারা নিশ্চিন্তে ভোটকেন্দ্রে আসিবেন, ভোট দিবেন। প্রার্থীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিবেন নিরুদ্বেগে। প্রার্থী-সমর্থকেরা নির্ভয়ে নির্বাচনী অভিযান চালাইয়া যাইবেন। আর ভোট পরিচালনার কর্মিগণ সুস্থচিত্তে আপন আপন কর্তব্য সমাধা করিবেন।

ধন্য আশা! খুন-জখম এখনও ব্যাহত। প্রতিদিনই কিছু কিছু প্রাণ যাইতেছে। হত্যা আর হত্যা। ইহা এখন শুধু কলিকাতা-কেন্দ্রিক নয়। সারা পশ্চিমবঙ্গে হত্যার সন্ত্রাস চলিতেছে। এ পর্যন্ত আততায়ীর হাতে যত প্রাণ বলি হইয়াছে, তাহার তালিকা দিলে পত্রিকার সবস্তম্ভ ভরিয়া যাইবে। গত শনিবার ফরওয়ার্ড ব্লকের বর্ষীয়ান্ নেতা হেমন্ত বসু আততায়ীর ছুরিতে যেভাবে প্রাণ দিলেন, তাহা সারা পশ্চিমবঙ্গের জনমনে, অন্ততঃ সুস্থ জনমনে, একটা বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে বাধ্য। নিঃশত্রু এই কর্মবীরের অন্তিম কথা 'আমাকে তোমরা মারছ কেন?' কাহার মনকে না বিষাদক্লিন্ন করিবে? হেমন্ত বসু সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, আজীবন রাজনীতি করিয়া অপরাজেয় এই পুরুষ, বিশেষ করিয়া সকলের শ্রদ্ধাবান এবং অক্লান্ত কর্মযোগী—; তাঁহার এইভাবে মৃত্যু আজ পশ্চিমবঙ্গকে বার বার ধিক্কৃত করিতেছে শুধু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই নয়, বোধ করি, পৃথিবীর সর্বত্র। আসন্ন নির্বাচন তাঁহার মৃত্যুর জন্য হয়ত প্রভাবিত হইবে না। নির্বাচনের জঘন্য মাদকতা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে।

এই রাজ্যে নৈরাশ্য কোথায় নয়? কলিকাতার চিকিৎসকেরা রাত্রিতে রোগী দেখিতে বাহিরে যাইতে ভয় পাইতেছেন, বিনা চিকিৎসায় রোগী মারা যাইতে বসিয়াছে আর রোগীর প্রিয় পরিজনেরা রাত্রির অভিশাপ মাথায় লইয়া সাশ্রুনেত্রে প্রভাতের জন্য ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-স্কুল—কমবেশী বন্ধ হইতেছে। শান্তিনিকেতনও অশান্তির স্থল হইল। প্রায়ই ট্রেণ বন্ধ হইতেছে, দুধের সরবরাহ বন্ধ থাকে, 'জল বন্ধ' হইতেছে। কলিকাতা-জীবনের দম বন্ধ হইতে বাকী কি আছে।

নাকি এই সব 'ইন্‌ডিভিজুয়াল কিলিং' এর দিকে লক্ষ্য রাখিলে মহৎ কাজ করা যায় না? তাই যদি হয়, তবে ভোট সংক্রান্ত নানাবাণী শুনিলেও নরমেধ যজ্ঞ যাহা চলিতেছে 'কিলিং' খবরে চুপ করিয়া থাকার অর্থ কি? রাজ্যের ১৩৯৯ জন বিধান সভার প্রার্থী। ইহার মধ্যে ২৮০ জন মহা-ভাগ্যবান কি নরকঙ্কালের উপর শাসনকার্য চালাইবেন, না পাণ্ডবদের মত তাঁহাদের রাজ্যে অরুচি জন্মিবে? এত রক্তপাত এবং এমন এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যেও সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বিকারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কেন্দ্র ত বুঁদ হইয়া রহিয়াছে। এম, পি, না হইলে আখের গুছানো হয় না। মিলিটারি নামাইয়া তামাসা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। মিলিটারীর টহল চলিলেও পথহত্যা চলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে মিলিটারীকে নামান হইয়াছে সাক্ষীগোপাল করিয়া তাহা না হইলে এতদিন পশ্চিমবঙ্গের চেহারা অন্যরূপ হইত। কেন, মিলিটারী শাসন হইবার ভয়? অসহায়ভাবে অসতর্ক অবস্থায় কোন কোন মদমত্তের ছুরিকায় প্রাণ যাওয়ার চেয়ে তাহা অনেক ভাল। এই সব ঘটনা পরম্পরায় কেন্দ্রীয় সরকারের এক নির্দয় দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। হেমন্ত বসুর মৃত্যু আমাদের সে চৈতন্য জাগাইবে কি?

ধারালো অস্ত্রের নির্ম্মম আঘাতে একজন নিহত ও চারজন আহত

সাগরদীঘি থানার কৈয়ড় নিবাসী সর্ব্বশ্রী বলাই সাহা (৩৫), সুশীল সাহা (৩২), জ্ঞানদাস বিশ্বাস (২২), প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮), ও স্বরাজ কাঞ্জিলাল (২২), গত ১৯।২।৭১ তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় একদল আততায়ী কর্তৃক জখম হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, যখন তাঁরা সকলে এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করছিলেন সেই সময় জন সাতেক লোক হঠাৎ টাঙ্গি, হেঁসো প্রভৃতি দিয়ে তাঁদের উপর আক্রমণ করে। আহত অবস্থায় অনেকে দৌড়ে নিকটস্থ বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কিন্তু শ্রীকাঞ্জিলাল দৌড়ে পালাতে পারেন নি বলে তিনি বেশীভাবে আঘাত পান। সকলকেই নিকটস্থ সাগরদীঘি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু সেখান হতে শ্রীকাঞ্জিলাল এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এ পর্যন্ত শ্রীকাঞ্জিলালকে ৮ বোতল রক্ত দান করা হয়। তাঁর অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। এই মাত্র সংবাদ পাওয়া গেল শ্রীকাঞ্জিলাল ২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১১টায় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জোর পুলিশ তদন্ত চলছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করার সংবাদ পাওয়া যায় নি। স্থানীয় জনসাধারণের মনে ভীষণ ভীতি ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

পরম শ্রদ্ধেয় হেমন্তকুমার বসু

—অবনীকুমার রায়

বিনা মেঘে,—না, না, বিনা মেঘে কেন। আজ সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে, পুঞ্জীভূত কালো মেঘ, আর বজ্রপাত। সেই বজ্রপাতের বলি শত শত,—নির্মম নিষ্ঠুর। আর তার সাম্প্রতিক বলি সর্বজন শ্রদ্ধেয় হেমন্তকুমার বসু,—নেতাজী সুভাষের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, প্রখ্যাত দেশ প্রেমিক, সর্বত্যাগী, দরিদ্র দরদী।

হে পরম শ্রদ্ধেয় দেশ সেবক! তোমাকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণের প্রণাম নিবেদন ক'রে, হত্যাকারীদের জিজ্ঞেস করি—কোন যুক্তি, কোন মত, কোন দল আজ বাংলা দেশের বুকে এই রক্তের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে। রক্তলোলুপ হিংস্র এই পশুবৃত্তি কি দেশের মঙ্গল সাধন ক'র্‌তে পারবে? যদি পারে, তবে তারা সামনে এগিয়ে এসে বলে না কেন,—আমরা যুদ্ধ ক'র্‌ছি, ধ্বংস ক'র্‌ছি দেশের মঙ্গলের জন্য। হীন কাপুরুষের মতো এক ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ক'রে দেশের কোন মঙ্গল তারা সাধন ক'র্‌লো, তার জবাব কি তারা প্রকাশ্যে সমস্ত দেশের জনগণের সামনে রাখ্‌তে পারবে?

হেমন্ত বাবুর শেষ কথা—'আমি তো কারও ক্ষতি করি নি। আমাকে তোমরা মারছ কেন?' আজ এই কেনর উত্তর দেশবাসী চাইছে,—সমস্ত বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন ক'রে। হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পার্‌বে কি?

তিনি ব'ল্‌তেন, 'ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আস্‌বে কৃষকসমাজের বিদ্রোহের মাধ্যমে'। কথাটা কি মিথ্যা? আর এইজন্যই কি তাঁকে হত্যা ক'রে তাঁর আদর্শকে মুছে ফেল্‌তে চাইছে হত্যাকারীরা বাংলার বুক থেকে? তা কি সম্ভব?

পরাধীন ভারতে একদিন হলওয়েল মনুমেণ্টকে লক্ষ্য ক'রে হেমন্তকুমার ব'লেছিলেন, 'বিদেশী শক্তির অহঙ্কারের ওই কলঙ্কসৌধকে, বাঙালী কখনও ক্ষমা ক'র্‌বে না'। এবার আমাদের জিজ্ঞাসা,—স্বদেশী শক্তির অহঙ্কারের এই হত্যা-কলঙ্ক কি বাঙালী ক্ষমা ক'র্‌বে?

আমরা রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু মানবনীতির কোন পর্যায়ে পড়ে এই সব নির্মম হত্যাকাণ্ড, তা জানাতে প্রস্তুত আছে কি তারা, যারা আজ হিংসায় উন্মত্ত? বলুক্ তারা বোঝাক্ তারা আমাদের,—এই নরহত্যার মাধ্যমে কিভাবে, কেমন ক'রে দেশ 'জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে?' যদি এইটাই একমাত্র পথ ব'লে তারা প্রমাণ ক'র্‌তে পারে, তবে আমরাও না হয় ভিড়ে যাবো তাদের দলে; কালী ব'লে রক্তরাঙা হাতে তাণ্ডবনৃত্য সুরু ক'র্‌বো তাদের সঙ্গে। আর তা যদি না পারে তবে বন্ধ করুক তারা তাদের রক্তপিপাসা, এই পশুবৃত্তি।

হে বীর শহীদ, আজ তোমাকে 'অজাতশত্রু' ব'লে আর অভিহিত ক'র্‌বো না, তোমার শোকে কুম্ভীরাশ্রুপাত ক'র্‌বো না, সর্বজনস্বীকৃত তোমার দেশসেবার কথা উল্লেখ ক'রে তোমাকে স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত ক'র্‌তে চাইবো না। শুধু জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, 'ততঃ কিম্'? তারপর কি?

গত শনিবার সকাল ১০টা ৫৮ মিনিটে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান হেমন্তকুমার বসু আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার রাজনীতির জীবন আরম্ভ হয়। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁহার রাজনীতির কর্মজীবন অব্যাহত ছিল। সর্বস্তরের মানুষ তাঁহাকে 'হেমন্ত দা' বলিতেন ভক্তি-শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায়। বস্তুতঃ দেশসেবাই তাঁহাকে জীবনের ভোগ-বিলাস হইতে দূরে রাখিয়াছিল। জনকল্যাণ-এষণা এবং দেশের ডাকে ইংরাজ রাজ প্রদত্ত খেতাব ও পেনসন তিনি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। উচ্চপদের চাকুরী একই কারণে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার এইভাবে মৃত্যুবরণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিনা—এই প্রশ্ন আজ সকলের মনেই জাগিয়াছে। শোক প্রকাশ করা হইয়াছে সকল মহল হইতে। আমরাও প্রিয় 'হেমন্তদা'-র মৃত্যুতে আন্তরিক বেদনাহত। সমবেদনা জানাইবার ভাষা আমাদের নাই। তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

আসন্ন মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে যাঁরা প্রার্থী

জঙ্গিপুর লোকসভা

বরুণ রায় (আর, এস, পি), লুৎফল হক (নব কংগ্রেস), সুকমল দাশগুপ্ত (এস, ইউ, সি), এ, কে, হাজিকুল আলম্ (মুঃ লীগ), এম্, এ, হান্নান আলহাজ (নির্দল), টি, এ, নুরন্নবি (আদি কংগ্রেস), জয়নাল আবেদিন (সি, পি, এম্), কৃষ্ণকৃপাল সাতিয়ার (নির্দল)

জঙ্গিপুর বিধানসভা

মহঃ আসরাফ হোসেন (নব কংগ্রেস), আবদুল হক (আর, এস, পি), অচিন্ত্য সিংহ (এস, ইউ, সি), প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় (আদি কংগ্রেস), রাজারাম মুন্দ্রা (নির্দল), বদরুদ্দিন আমেদ (মুঃ লীগ), জয়ন্তকুমার দাস (নির্দল), আশুতোষ ডোম (নির্দল)

সাগরদীঘি বিধানসভা (তপঃ)

অতুলচন্দ্র সরকার (নব কংগ্রেস), কুবেরচাঁদ হালদার (নির্দল), জয়চাঁদ দাস (আর, এস, পি), ধীরেন্দ্রনাথ দাস (বাংলা কংগ্রেস), যতীন্দ্রনাথ রবিদাস (মুঃ লীগ), দ্বিজপদ সরকার (আদি কংগ্রেস), সুদর্শনধারী সাহা (বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস)

সুতী বিধানসভা

শিস্ মহম্মদ (আর, এস, পি), মহঃ সোহরাব (নব কংগ্রেস), আবুলকালাম (নির্দল), ইয়াদ আলি (নির্দল), বিনয়ভূষণ সরকার (নির্দল), হবিবুর রহমান (এস, ইউ, সি), বিশ্বাস সাহে মহম্মদ (মু[illegible]গ), এককড়িগোপাল সরকার (নিঃ)

ফরাক্কা বিধানসভা

জেরাৎ আলি (সি, পি, এম), জোহাদ আমেদ (মুঃ লীগ), শ্রীমতী ফজলেতান্নেষা (আদি কংগ্রেস), মহঃ মহসীন (বাংলা কংগ্রেস), সিদ্দিক হোসেন (এস, ইউ, সি) সুধীর সাহা (নব কংগ্রেস)

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ভাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—*শ্রীননীগোপাল সেন*, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

একটি বোমা

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ শহরের মানুষ যখন সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্তকুমার বসুর আততায়ীর হাতে মৃত্যুর শোকে ব্যথিত সেই সময় রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে (সদর ঘাটের নিকট) পথের মধ্যে একটি বড় আকারের তাজা বোমা জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বোমাটিকে কেন্দ্র করে শহরবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলুন আর আনন্দের বিষয় বলুন বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটেনি। খবর পেয়ে সি, আর, পি ঘটনাস্থলে আসে ও বোমাটি থানায় জমা দেয়।

নির্বাচনী জনসভা

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগর গ্রামে জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের আর-এস্-পি প্রার্থী বরুণ রায় এবং কালিয়াচক বিধানসভা কেন্দ্রের আর-এস্-পি প্রার্থী প্রমোদ বসুর সমর্থনে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা যতীন চক্রবর্ত্তী, বরুণ রায় ও প্রমোদ বসু ভাষণ দেন। রাত্রে মালদহে কালিয়াচক, মানিকচক ও সুজাপুরের আর-এস্-পি কর্মীদের এক ঘরোয়া সভায় নির্বাচনী কলাকৌশল বিশ্লেষণ করা হয়। লোকসভার আর-এস্-পি প্রার্থী বরুণ রায় মালদহে ব্যাপক নির্বাচনী সফর ও জনসভা সুরু করিয়াছেন।

রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ রোড রেস এসোসিয়েশনের পরিচালনায় গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ করা হইল। পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাক্তার গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

৫ মাইল প্রতিযোগিতা—১ম দেবব্রত সেন, ২য় দুঃখুরাম মণ্ডল, ৩য় রতন সেনগুপ্ত, ৪র্থ মহঃ আবুল কালাম, ৫ম লাবণ্য সরকার।

২ মাইল প্রতিযোগিতা—১ম মুকুল ঘোষ, ২য় সনৎকুমার দাস, ৩য় রবিউল সেখ, ৪র্থ বিমল সাহা, ৫ম ভাদু মণ্ডল।

১ মাইল প্রতিযোগিতা—১ম অমিতাভ দাস, ২য় নিমাই ঘোষ, ৩য় রমাপ্রসাদ চন্দ্র, ৪র্থ অমলকুমার বড়াল, ৫ম তরুণ কবিরাজ।

* আই, সি, আই পেইন্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার রং এ বিশেষ কমিশন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিক্রেতা ঃ—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং বহরমপুর ২১৯